বিনয়ের সঙ্গে আড্ডা—১

আমি মুক্ত, উড়ে গেছো ; ফিরে এসো, ফিরে এসো, চাকা,
রথ হয়ে, জয় হয়ে, চিরন্তন কাব্য হয়ে এসো।
আমরা বিশুদ্ধ দেশে গান হবো প্রেম হবো, অবয়বহীন
সুর হয়ে লিপ্ত হবো পৃথিবীর সকল আকাশে।

কবি, গণিতবিদ বিনয় মজুমদার। থাকেন উত্তর ২৪ পরগণার শিমুলপুর গ্রামে। তাঁর সম্বন্ধে চিত্র-পরিচালক ঋত্বিক ঘটক বলেছিলেন : 'এ শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ কবি।' শিয়ালদা থেকে ২১শে জুলাই রবিবার বনগাঁ লাইনের ঠাকুরনগর স্টেশনে নেমে আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরলাম বিনয়ের কাছে যাব বলে। রেল লাইনের ধার থেকে কাঁচা পথ, একটু এগিয়েই 'বিনোদিনী কুঠী'। কবির পৈতৃক বাড়ি। মায়ের নামে বাড়ি। ১৯৪৮ সালে বাবা-মা ভাইবোনের সঙ্গে পূর্ববাংলার ফরিদপুর থেকে বিনয় মজুমদার এখানে আসেন। বাড়ির দালানে বেঞ্চিতে খালি গায়ে হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে একজন বসে আছেন। জানা গেল, ইনি বাংলাদেশি, সপরিবারে কবির দেখাশুনো করেন। থাকেন কোণের ঘরে। মাঝের ঘরের জানলা দিয়ে ভেতরে দেখা যায় ভাঙাচোরা চেয়ার-টেবিল। একটু পরেই পাশের ঘর থেকে এক মুখ না-কামানো দাড়ি নিয়ে বিনয় মজুমদার বেরিয়ে এলেন। একথা-সেকথায় জমে গেল আড্ডা।

বিনয় □ তুমি তো তালতলায় থাকো, মেট্রোপলিটনের ছাত্র ছিলে ?…সব মনে আছে, তালতলা পাবলিক লাইব্রেরিতে প্রতিদিন যেতাম। আমিও মেট্রোপলিটনের ছাত্র ছিলাম, থাকতাম হরকুমার স্কোয়ারের কাছে।…পাশ করে ইডেন হোস্টেলে…হোস্টেলের মাঠে গোলকীপার আর সেই সময় থেকেই কবিতা লিখতাম।

অজয় □ কবে, কোথায় প্রথম কবিতা ছাপা হয়, মনে আছে ?

বিনয় □ (পূর্ব) পাকিস্তানে 'বৌলতলী উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের ম্যাগাজিনে, ১৯৪৭ সালে,…১৯৪৮-এ কলকাতায় এসে নবম শ্রেণীতে ভর্তি হই, তারপর প্রেসিডেন্স কলেজ। আই, এস সি, (গণিত)। তখনই দু-বছর ইডেন হোস্টেলে…সব মনে আছে—হাঃ হাঃ…

অজয় □ আপনার প্রথম বই…

বিনয় □ ১৯৫৭ সালে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করি শিবপুর থেকে। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ হল কফি-হাউসে। অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ হাইজিন অ্যান্ড পাবলিক হেল্‌থে অধ্যাপনার কাজ করি, মাঝে-মাঝে কফি হাউসে…এ সময়ে বিষ্ণু দের

কাগজে (সাহিত্যপত্রে) আমার তিন-চারটে কবিতা ছাপা হয়। বই ছাপা হয় ১৯৫৮ সালে, আসলে পুস্তিকা, নাম : নক্ষত্রের আলোয়। দেবকুমার বসু ছাপেন। রুশ ভাষা থেকে ৫টা বিজ্ঞানের বই আর একটি উপন্যাস…ছাপে ন্যাশনাল বুক এজেন্সি। কবিতা—গল্পও অনুবাদ করি। মাদাম গ্রুসেভারের কাছে রুশভাষা শিখেছিলাম, শিবপুরে ১৯৫৪ সাল থেকে। ফোর্থ ইয়ারে।

অজয় □ 'ফিরে এসো, চাকা' কবে লেখেন ?

বিনয় □ ১৯৫৯ সালে পাইকপাড়ায় মিহির ঘোষ দস্তিদারের বাড়িতে প্রথম-দিকের কবিতাগুলি লিখি, বই ছাপা হয় '৬২ সালে। এর আগে বের হয় 'গায়ত্রীকে'। চোদ্দটি কবিতা তাতে। তারপর দুর্গাপুরে চাকরি নিয়ে কলকাতা থেকে চলে যাই। সেখানে তিন শিফ্‌টে কাজ করতে হতো। কাজের ফাঁকে-ফাঁকে কবিতা লিখতাম। মাস তিনেকের মধ্যে 'গায়ত্রীকে' পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়, সাতাত্তরটি কবিতা নিয়ে বই হয় 'ফিরে এসো, চাকা' ; দেবকুমার বসু ছাপেন। শক্তি প্রশংসা করল। হাওয়ায় 'হাংরি'র দলের জনক করা হল আমাকে…আমি ভয় পেয়ে গেলাম, কারণ আমার পক্ষে কোনো দলের নিয়মে থাকা অসম্ভব। আমি গ্রামে থাকতাম, এইখানে। বইটা (ফিরে এসো, চাকা) কলকাতায় হই-চই ফেলে দিল। ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বরে কলকাতায় ফিরে গেলাম। কফি-হাউসে শক্তি একদিন চটি পত্রিকা 'কৃত্তিবাস' দেখিয়ে কবিতা চাইল। এতদিন কোনো পত্রিকা আমার কবিতা চায়নি। আমি নাম করেছি। বললাম, কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছি ; শক্তি বলল, তুই কবিতা না দিলে 'কৃত্তিবাস' বেরোবে না। কী করা যায়—কবিতা লিখতে হল। পরিচয় হল সাগরময় বাবুর সঙ্গে। আলাপ হল উৎপল কুমার, তারাপদ, শঙ্কর (চট্টোপাধ্যায়), সুনীল (গঙ্গোপাধ্যায়), অমিতাভ (দাশগুপ্ত), সুধেন্দু মল্লিক, জ্যোতি দত্তের সঙ্গে।… স্টেটস্‌ম্যান কাগজে আমার সম্বন্ধে জ্যোতি লিখেছিল অনেক কিছু, 'কবিতার রাজ্যে চিরস্থায়ী নাম' ইত্যাদি…আমি উৎসাহিত বোধ করেছিলাম। এইসময় আমেরিকান অধ্যাপক ডিমকের সঙ্গে পরিচয় হয়। ১৯৬৪ সালে 'ঈশ্বরীর' নামক গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়। এরপর আমি অনেকদিন আর কবিতা লিখিনি—লিখতাম না। কবিতা চেয়ে চিঠি আসত—আমি জানিয়ে দিতাম, কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছি।

অজয় □ বিনয়দা, আমি মনে করি, আপনার শ্রেষ্ঠ বই 'অজ্ঞানের অনুভূতি-

মালা', আপনি ওই বইটা সম্পর্কে কিছু বলুন।

বিনয় □ শ্রেষ্ঠ বই ?—জানি না···'অঘ্রানের অনুভূতিমালা' নিসর্গ-বর্ণনা-মূলক, কবিতা—বড় কবিতা লিখি গাছের ছায়ায় আকাশের ছায়ায় বসে ; লিখতে ভাল লেগেছিল। শহরের কোনো কোলাহল নেই, অথচ শহরের থেকে বেশি দূরে নয়···অনেকদিন ধরে কবিতা লিখেছি আমার এই গ্রামে বসে, বেশ ভাল লেগেছিল। দীর্ঘ ছ'টি কবিতা

নিয়ে বই বেরোল। এরপর আদিরসাত্মক কবিতাগুলি নিয়ে একটি বই বেরোয় তার নাম দিই 'বাল্মীকির কবিতা'···কেন যে লিখেছিলাম মনে নেই এখন।

অজয় □ আপনি চাকরি করতে করতে কবিতা লিখতেন ?

বিনয় □ আমি অনেকবার চাকরি করেছি···সব চাকরি ছেড়ে দিয়ে কবিতা লিখে যাচ্ছি, এখনও।···এখন অঙ্ক করি না। গান লিখি।

গান গাই।

অজয় □ একটা গান শোনান।

বিনয় □ গান শুনবে ?···বাংলায় গান লেখা হয় না, গাওয়া হয় না···

অজয় □ আপনি সলিল চৌধুরীকে চেনেন ?

বিনয় □ সলিল চৌধুরী ?···আমি অনেক গান লিখেছি, অনেক···গান গাই··· দাঁড়াও···

[বিনয় কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। 'দাঁড়াও'-বলে ঘরের থেকে একটা লেখা নিয়ে এলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে উঠে ঘরে উঁকি মারলাম, দেখলাম ঘরের এক পাশে জানলার কাছে একটা তক্তাপোশে পাতলা তোশকের উপর লাল রঙের বেডকভার, সাদা বর্ডার দেওয়া, এলোমেলোভাবে ঢাকা আছে। বিছানার এক কোণে মশারি জড়ো করা। ঘরে আসবাব বলতে বোধ হয় একটা টেবিল ও একটা মাত্র চেয়ার। টেবিলের ওপর চায়ের কাপ ডিশ। বিছানায় দুটো বই : 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' ও 'ফিরে এসো, চাকা'—নতুন সংস্করণ ; আর কিছু সাদা কাগজ।]

দেখো : আজকে ভোরে (শিরোনাম)
আজকে ভোরে কোথায় যেন গেল তারা।
পান্থশালায় গত রাত্রে ছিল যারা,
দু'এক জনের হিসাব রাখি
কোথায় থাকে করে বা-কী।
হারিয়ে যায় সবাই নাকি, আত্মহারা এমন ধারা !
যদি আবার এদের কাল্লো দেখা
পাই-তবে-তা আমার কাছে তোমরা শুনো
খুনীর পায়ে কারাগারে
একটি লোহার-বল বাঁধা রে
নড়তে চড়তে দেয় না তারে।
আর আমাদের সবায়ই পায়ে
সর্ববৃহৎ বলটি এরূপ বাঁধলো কারা ?

[সদ্যলেখাটা আমার হাতে দিয়ে অস্ফুটস্বরে বিনয়দা সুর ভাঁজতে লাগলেন।]

যেটা খুঁজছিলাম সেটা পেলাম না, কোথায় গেল কে জানে।

অজয় □ এখন কবিরা গান লেখেন না কেন ? আগে তো এমন ছিল না।

বিনয় □ রামপ্রসাদ গান লিখতেন কবিও ছিলেন ; রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, ডি. এল. রায় কবি ছিলেন গানও লিখতেন। স্বাধীনতার আগে কবিরা লিখতেন স্বদেশী গান, স্বাধীনতার পরে লেখেন না। রবীন্দ্রনাথের পর তেমন গীতিকার এলেন না। এখন কবিরা গান

গাইতে জানে না, সুরও জানে না। কবিরা তাই মানুষের কাছ কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ...ব্যাকরণ মানছে না কেউ। এই ঠাকুরনগরের সাইকেল রিক্সাচালক বলে : 'সাইডে সাইডে'—এর মানে 'সরে যান—সরে যান'—এও এখন বাংলা ভাষা। এইরকম অনেক বাংলা ভাষা আছে পৃথিবীতে।... কেন্দ্রীয় সরকার দু'কোটি টাকা ব্যয় করে ১৫ বছরে পাঁচ খণ্ডে 'ভারতকোষ' বার করেছে। রাজ্য সরকারের উচিত গ্রামে গ্রামে ঘুরে নতুন তৈরি বাংলা শব্দ উদ্ধার করা। নতুন বাংলা ব্যাকরণ লেখা প্রয়োজন। বাংলা উচ্চারণ-রীতি, বানান-বিধি নির্ধারণ দরকার। পরিভাষা ঠিক করা দরকার। আজকাল টিভি-রেডিও ভুল বানান, ভুল ভাষা প্রতিদিন দেখায়, বলে ; ছোটরা তাই শেখে, বড়রা দেখে শুনে চুপ করে থাকে। শিক্ষিত লোকেরাও কোনো কথা বলে না।

অজয় □ ভাল বাংলা কবিতা সংকলন আপনার মতে কোনটা ?

বিনয় □ বুদ্ধদেব বসুর 'আধুনিক বাংলা কবিতা' এই বইটারও সংস্করণ দরকার—আরও আধুনিক কবিদের কবিতা নেওয়া দরকার। ওটা অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্ম নয়। যাঁরা কবি, কবিতা-সাহিত্যের সঙ্গে জড়িত, তাঁরা এগিয়ে আসুন সম্পাদনায়। অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক করেছেন,—'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' পাঁচখণ্ডে লিখেছেন, সারা জীবন লিখুন, বড় পরিশ্রমের কাজ...ওঁকে ছুটি দেওয়া উচিত।

অজয় □ এখন বাংলা কবিতা কেমন লেখা হচ্ছে ?

বিনয় □ ভাল কি মন্দ জানি না। হয়ত ভাল... এই রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটা কামারশালায় যাই—প্রায়ই, কামারকে জিজ্ঞেস করি —প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায় কে, ওরা বলল—চেনে। ওই দুজন কবি কামারদের নিয়ে কবিতা লিখেছেন, ওরা পড়েছে। এই বিশ্বে সমাজের প্রত্যেককে নিয়ে কবিতা লেখা যায় ; তাদের নিয়ে কবিতা লিখব যাদের প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে রসগ্রহণ করার ক্ষমতা থাকবে। আমাদের দেশের লোকেদের আছে। জীবনানন্দের 'রূপসী বাংলা'য় সাধারণেরও বাংলা পাওয়া যায়। অক্ষর-পরিচয় যাদের আছে তারাই পড়বে। যারা বাঙালি হয়ে বেঁচে থাকতে চায়, তারা পড়বে। অক্ষরহীন চাষিও শুনলে বুঝতে পারবে জীবনানন্দ বাংলার কথা বলছেন।... এখন কবিতাকে সহজ ও সাধারণ হতে হবে ; যেমন : দেখো চেয়ে দূরে / বিশ্বের বৃদ্ধা এসে ফুল তোলে / আমার বাগানে...ঠাকুর নগরের যে কোনো বৃদ্ধা এই কবিতা বুঝতে পারবেন।

[বিনয় মজুমদার মুখে মুখে কবিতাটা তৈরী করলেন, অদূরে এক বৃদ্ধাকে টগর ফুল তুলতে দেখে।]

এখন সকলে রবীন্দ্রনাথকে জানে—বিশ্বাস করে। গ্রামে-গ্রামে রবীন্দ্রনাথ ছড়িয়ে পড়েছেন সকলের ঘরে। আমার বাড়ি এসে বনগাঁর অধিবাসী পরমেশ্বর রুদ্র লিটল ম্যাগাজিনের হিসাব নিয়ে গেল। পশ্চিমবঙ্গে আটত্রিশ হাজার গ্রাম আছে। ধরো ১০০টা লিটল ম্যাগাজিন আছে। প্রতি বছর দুটি করে সংখ্যা বেরোয়, ২৫শে বৈশাখ অথবা বইমেলা এবং পুজোয়। তাহলে ১০০×২ ২০০টি। পত্রিকাগুলি ২ ফর্মা (৩২ পৃষ্ঠা), হিসাবের সুবিধে, ধর ৩০ পৃষ্ঠা, রাউন্ড ফিগার, ৩০×২০০=৬০০০ পৃষ্ঠা এক বছরে। আমি লিখছি অনেক বছর ধরে, কমপক্ষে ৩০ বছর। আমি দেখছি ৩০ বছরে (৩০×৬০০০=১,৮০,০০০) এক লক্ষ আশি হাজার, কমপক্ষে ৩০ বছরে ১ লক্ষ পৃষ্ঠা লিটল ম্যাগাজিনের ৯০ হাজার পৃষ্ঠা জুড়ে রবীন্দ্রনাথ, ১ হাজার পৃষ্ঠার জীবনানন্দ, আরও এক হাজার পৃষ্ঠায় শক্তি ও সুনীল, এ ছাড়া থাকবে আমার আরও বন্ধু-বান্ধবেরা প্রায় আরও হাজার পৃষ্ঠা জুড়ে। এসব কেউ পড়ে শেষ করতে পারবে? এরপর আছে বিজ্ঞাপন ও সম্পাদকীয় ইত্যাদি। তারপর নতুন দিনের কবিতা। এত কি পড়া যায়? রবীন্দ্রনাথ পড়তে পড়তে দিন শেষ হয়ে যায়। তাহলে দেখো রবীন্দ্রনাথের বয়স বাড়োনি…একমাত্র রবীন্দ্রনাথ এদিকে, অন্যদিকে পরমেশ্বর, তিনিই সবকিছু করাচ্ছেন। আমরা তাঁর দাসানুদাস। …আর এক পরমেশ্বর আছে, সে হচ্ছে পরমেশ্বর ধর, তার সঙ্গে আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছি। সেই পরমেশ্বর কবিতা লিখত, ছাপাও হয়েছিল।

[বিনয়দা খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকেন। ঠোঁটের কোণে হাসি। অস্ফুটস্বরে কিছু যেন বললেন।]

আর আমাদের পরমেশ্বর যদি বলে ওঠেন,—পৃথিবীর সমস্ত বই আমি লিখেছি। এই কথা কি তোমরা বিশ্বাস করবে? আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু এখন সেই পরমেশ্বর আনন্দবাজারে গিয়ে যদি বলেন, আমি পুজাসংখ্যার সব লেখা লিখেছি; তাহলে আমাদের ভীষণ ক্ষতি হবে, গরিব লেখকরা কেউ আর টাকাকড়ি পাবে না। অথবা শিয়ালদায় পরমেশ্বর যদি আনাজ বিক্রি করে রোজ, আমি তার কাছ থেকে ডাব কিনে খেয়েছি অনেক।

অজয় □ আচ্ছা, বিনয়দা আপনারা কবিতা নিয়ে আন্দোলন করেছিলেন?

বিনয় □ আন্দোলন? ছোট একটা মিছিল, 'আরো কবিতা পড়ুন' হাতে ফেস্টুন নিয়ে কলেজ স্ট্রীট এলাকায় মনে পড়ে। তখনকার সিনেট হলের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কবিতাবিষয়ক বক্তৃতা দিয়ে বন্ধুরা পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। আমি একপাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম শুধু। ভাল লাগত তাদের যৌবন। একদিন বন্ধুদের বললাম, মিছিল করে বক্তৃতা দিয়ে কিছুই হবে না; আসল কথা, ভাল কবিতা লেখা দরকার। তখন বই ছেপে গোপন জায়গায় রেখে দিলেও পাঠকরা খুঁজে নিয়ে পড়বে, বিজ্ঞাপন দিতে হবে না। আমরা কফি-হাউসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কবিতা নিয়ে আড্ডা দিতাম। আমেরিকা থেকে কবি গিনস্‌বার্গ এল, তাকে নিয়ে আমরা অনেক হই-চই করলাম। অনেক আন্দোলন শহর জুড়ে।…

অজয় □ 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা'র পরের বইগুলো সম্বন্ধে কিছু বলুন।

বিনয় □ কী ব্যাপার বলতো, এসব জেনে তোমার কী হবে? তোমাদের কবিতা লেখার কথা বল।

[বিনয়দা চুপ করে গেলেন। কোন কথা আর বোধহয় বলানো যাবে না। আমি ভাবছি কী করা যায়। বৃষ্টি থেমে গেছে অনেকক্ষণ, উঠোনে মেঘ-ছেঁড়া আলো পড়েছে।]

সে অনেক কথা। [বিনয়দা আবার বলতে আরম্ভ করলেন।] ১৯৭০ সাল অবধি অঙ্ক করেছি তারপর কবিতা লিখতে আরম্ভ করলাম। জ্যোতি দত্তের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল, 'ফিরে এসো, চাকা' পুনর্মুদ্রণ করলেন তিনিই, তখনো 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা' বের হয়নি। তারপর অরুণা (প্রকাশনী) থেকে 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা' বের হল [বিনয়দা চুপ করে থাকলেন।] অনেকপরে, মাঝে-মাঝেই কফি-হাউসে যাই, তরুণ কবিদের সঙ্গে আলাপ হল। তখন আমি অন্যরকম কবিতা লিখতে আরম্ভ করেছি, আগের কবিতাগুলির সঙ্গে কোনো মিল নেই এই কবিতাগুলির। ১৯৮৫ সালে ধূর্জটি চন্দ আমার একটা বই প্রকাশ করল, বইটার নাম দিয়েছিলাম 'আমি এই সভায়' তার আগে আর একটি বই বেরিয়েছিল 'আমাদের বাগানে'। কিছুদিন আগে — অনেকদিন হয়ে গেল, কলকাতায় হাসপাতালে ছিলাম… আবার অঙ্ক, মনে আছে তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। …আমি এখন সব কিছু নিয়ে কবিতা লিখতে পারি। প্রবন্ধও লিখেছি অনেক অমলেন্দু বিশ্বাসের পত্রিকায়। আর কী জানতে চাও?

অজয় □ বিনয়দা, 'আমি এই সভায়' বইয়ের কবিতাগুলোর সম্বন্ধে কিছু

বলুন আর—

বিনয় □ 'আমি এই সভায়'—যা দেখেছি সকালে-বিকালে তাই লিখেছি, কোন কল্পনা নেই ; আমার দেখা দৃশ্যটিকে বিশ্বের বৃহত্তের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে গিয়ে এই কবিতাগুলির সৃষ্টি। খুব সহজ, আবার এতটা সহজও নয়, সময় লাগবে সবটা বুঝে নিতে। কবিতাগুলি পৃথিবীর একজন মানুষের লেখা দিনপঞ্জী। যেমন :

বহুপথ আছে আমার শিমুলপুর গ্রামে।
এইসব পথ হেঁটে গ্রামবাসীদের সারাজীবন চলেছে।
আমাদের গ্রামে আছে সুপ্রশস্ত পীচঢালা আধুনিক পথ,
চওড়া মাটির উচু প্রাগৈতিহাসিক পথ আছে।
এসব প্রধান পথ থেকে বেরিয়েছে আরো নানা শাখাপথ
যেগুলি প্রকৃতপক্ষে মানব ইতিহাসের সমান বয়সী।
—ইত্যাদি আমি এখন লিখি এইভাবে সর্বাকছু।

অজয় □ বিনয়দা, আপনি কী ধরনের বই পড়তেন, বিদেশি কবিতার বই বা···

বিনয় □ সব ধরনের বই, এমনকি ডাক্তারি বইও, রুশভাষা শিখেছিলাম লেনিনের লেখা পড়ব বলে, এ ছাড়া বিজ্ঞানের বই। সাহেবদের কবিতার বই অনেক পড়েছি, এখন কারও বই পড়ি না, সাহেবদের তো একেবারেই নয়, ১৯৬৯ সাল থেকে।

অজয় □ আপনার প্রিয় কবি কারা, প্রিয় বই·····

বিনয় □ অনেকে। প্রিয় বই 'গীতবিতান'। আর একটা বই, সুনীল শুনলে হাসবে হয়ত, বইটা হচ্ছে এলিজাবেথ ব্রাউনিং-এর 'সনেট সঙ্ পর্তুগীজ'।

অজয় □ বিনয়দা, আপনার বন্ধুদের মধ্যে কার কবিতা ভাল লাগে ?

বিনয় □ বন্ধুদের মধ্যে ? আমার অনেক বন্ধু—কার কবিতা ? বলব না—উপায় নেই—ওই যে গান :

একটি লোহার বল বাঁধা রে
নড়তে চড়তে দেয় না···

[গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে বিনয়দা মিটিমিটি হাসতে লাগলেন।]

তুমি যাও, আবার পরে এসো··· □

সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন অজয় নাগ। ছবি : দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।